



20018 - আকীকার হুকুম এবং দরদিররে ওপর থকে কী আকীকার হুকুম মওকূফ হয়?

প্রশ্ন

আল্লাহ আমাকে একজন সন্তান দিয়েছেন। আমি শুনছি আমার স্বামীকে আকীকাস্বরূপ দু'টি ছাগল জবাই করতে হবে। বপুল পরিমাণ ঋণ থাকায় তার যদি আর্থিক সঙ্কট না থাকে তাহলে তার ওপর থকে কী এই হুকুম মওকূফ হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আকীকার হুকুমের ব্যাপারে আলমেদরে মাঝে মতভেদ রয়েছে। তারা মোট তিনটি মত পোষণ করেন:

কউ মনে করেন এটা ওয়াজবি। কউ মনে করেন এটা মুস্তাহাব। আর কউ মনে করেন এটা সুন্নাত মুয়াক্কাদা। সম্ভবত শেষে মতটা প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত।

স্থায়ী কমিটির আলমেরা বলেন:

আকীকা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। ছলে সন্তানের পক্ষ থেকে দুটি ভিড়ো (বা ছাগল); এমন দুটি যিগেলো কুরবানী করার উপযুক্ত; আর ময়ে সন্তানের পক্ষ থেকে একটি ভিড়ো (বা ছাগল); যা সপ্তম দিনে জবাই করা হবে। সপ্তম দিনের চয়ে বেশি দরৌ হয়ে গেলে যে কোনো সময়ে জবাই করা জায়যে হবে। দরৌ করার কারণে গুনাহ হবে না। তবে সম্ভব হলে আগভোগে করা উত্তম।

‘ফাতাওয়া আল-লাজনাহ আদ-দাইমাহ’ (১১/৪৩৯)

তবে তারা একমত যে দরদির ব্যক্তির উপর এটা আবশ্যিক নয়; ঋণী ব্যক্তির উপর তো নয়-ই। আকীকার থকেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যমেন হজ্জও ঋণ পরিশোধের উপর অগ্রাধিকার পায় না।

সুতরাং আপনার স্বামীর আর্থিক অবস্থার কারণে আপনাদের উপর আকীকা আবশ্যকীয় নয়।

স্থায়ী কমিটিকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল:



‘আমার কয়কেজন সন্তান আছে। অর্থসংকটে আমি তাদের কারো আকীকা করতে পারিনি। যহেতু আমি চাকুরজীবী। আমার বতেন সীমতি; যটো দিয়ে মাসকি খরচ ছাড়া অন্য কিছু করা যায় না। ইসলামেরে দৃষ্টিতে আমার ছলেদের আকীকা দেওয়ার হুকুম কী?’

তারা উত্তর দিচ্ছেন:

প্রশ্নে আপনি আপনার আর্থিক সংকটে কথা উল্লেখ করে জানিয়েছেন যে, আপনার আয় দিয়ে শুধু আপনার নিজের ও পরিবারের খরচ চলবে; যদি বাস্তবতা এমনই হয় তাহলে আল্লাহর নকৈট্যেরে নমিত্ত আপনার ছলেদের পক্ষ থেকে আকীকা না দিলে এতে কোন গুনাহ হবে না। কারণ আল্লাহ তায়ালা বলছেন: “আল্লাহ কোনও ব্যক্তিকে তার সাধ্যাতিত কিছু চাপিয়ে দেন না।” [বাকার: ২৮৬] তিনি আরও বলেন: “তবে তিনি দ্বীনরে ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনও কষ্ট চাপিয়ে দেননি।” [হজ্জ: ৭৮] তিনি আরও বলেন: “তোমরা তোমাদের সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় করো।” [তাগাবুন: ১৬] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন: “আমি যদি তোমাদেরকে কোনও নরিদশে প্রদান করি, তাহলে সাধ্যমত তোমরা সেটো পালন করো। আর যদি কোনও কিছু করতে নষিধে করি, তাহলে তোমরা সেটো থেকে বরিত থাকো।” আপনার জন্য যখন সহজ হবে তখন আকীকা করাটা শরীয়তে অনুমোদিত। [ফাতাওয়া আল-লাজনাহ আদ-দায়মাহ (১১/৪৩৬, ৪৩৭)]

স্থায়ী কমটিকি আরো জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল:

‘এক লোকেরে কয়কেজন ছলে আছে। তিনি তাদের কারো পক্ষ থেকে আকীকা করেননি। যহেতু তিনি দরদির ছিলেন। কয়কে বছর পরে আল্লাহ অনুগ্রহ করে তাকে ধনী করছেন। তার উপর আকীকা দয়া কী আবশ্যিক হবে?’

তারা উত্তর দিচ্ছেন: ‘আপনি যিমনটা উল্লেখ করছেন বাস্তবতা যদি এমনই হয় তাহলে তার করণীয় হলো প্রত্যেকে ছলেের পক্ষ থেকে দুটি করে ছাগল জবাই করা।’ [ফাতাওয়া আল-লাজনাহ আদ-দায়মাহ (১১/৪৪১, ৪৪২)]

শাইখ ইবনে উছাইমীনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল:

এক লোকেরে কয়কেজন ছলে-মেয়ে আছে। তিনি অজ্ঞেতাবশতঃ কথিবা অবহলোর কারণে তাদের কারো আকীকা দেননি। এখন তাদের কটে কটে বড়। এই ব্যক্তির করণীয় কী?’

তিনি উত্তর দেন:

‘যদি তিনি এটা আগে না জনে থাকেনে কথিবা কাল দবি, পরশু দবি করতে করতে দীর্ঘ সময় পার হয়ে যায়— তাহলে তিনি এখন তাদের পক্ষ থেকে আকীকা করলে সেটো ভালো। আর যদি আকীকা দয়ার শরয়ী সময়ে তিনি দরদির থাকেন তাহলে তার ওপর কোনও দায় নাই।’ [লকিউল বাবলি মাফতূহ (২/১৭-১৮)]



অনুরূপভাবে এই ব্যক্তির পরিবারে ওপর তার পক্ষ থেকে জবাই করা ওয়াজবি নয়; তবে করলে জায়যে হবে। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দৌহিত্রদ্বয় হাসান ও হুসাইনকে পক্ষ থেকে আকীকা করছিলেন। এটি বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ (২৮৪১) ও নাসাঈ (৪২১৯)। শাইখ আলবানী তার ‘সহীহ আবু দাউদ’ (২৪৬৬) গ্রন্থে বর্ণনাক্রমে সহীহ বলেছেন।

দুই:

যদি আপনাদের হজ্জ পালন ও আকীকা করা একটি অপরটির সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে যায়; তাহলে অকাট্যভাবে হজ্জ প্রাধান্য পাবে। আপনারা যদি নিজদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আকীকা করতে চান সটো সন্তানরো বড় হয়ে গেলেও করা বধৈ। যারা দাওয়াত খতে আসবে তাদেরকে আকীকার কথা বলার আবশ্যকতা নহৈ। আর আপনাদের এ কাজ নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করাটাও তাদের জন্য বধৈ নয়। কারণ আপনারা সঠিক কাজ করছেন। আকীকার গণেশত রান্না করে মানুষকে দাওয়াত খাওয়ানো শরত নয়। বরং কাঁচা মাংস বণ্টন করাও বধৈ।’

স্থায়ী কমিটির আলমেরা বলেন,

‘আকীকা হলো সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে জবাইকৃত পশু। এটা সন্তান প্রাপ্তির জন্য আল্লাহর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ দেওয়া হয়। সেই সন্তান ছলে হোক কিংবা ময়ে হোক। আকীকার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসগুলোর ভিত্তিতে এটি সুন্নাহ। যিনি নিজ সন্তানের পক্ষ থেকে আকীকা দিচ্ছেন তিনি মানুষকে নিজ বাড়িতে বা অনুরূপ কোনো জায়গায় আকীকার খণ্ডে খতে দাওয়াত দিতে পারবেন। আবার কাঁচা বা রান্নাকৃত গণেশত দরদির লোকজন, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব ও অন্যান্যদের মাঝে বণ্টন করতে পারেন।’

ফাতাওয়া আল-লাজনাহ আদ-দায়মাহ (১১/৪৪২)।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।